JUL 04 2002

ইবিতে শ্রেণীকক্ষের সংকট লেখাপড়া বিঘ্নিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

শ্রেণীকক্ষের সংকট প্রকট আকার ধারণ করায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ক্লাসের জন্য শিক্ষার্থীদের ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। অনেক সময় কক্ষ ফাঁকা না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস স্থগিত রাখতেও হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর বয়স ১৭ বছর পার হলেও আজ অবধি শুধু বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ী প্রশাসন অনুষদের জন্য পৃথক অনুষদ ভবন নির্মিত হয়েছে। বিজ্ঞান অনুষদ ভবনে ৬টি বিভাগ ও ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ভবনে ২টি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এছাড়া বাকি ৩টি অনুষদের ১০টি বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম চলছে 'অনুষদ ভবন' নামের একটি ভবনে। এই ভবনটি শরীয়াহ অনুষদের তিনটি বিভাগের জন্য বরাদ্দ থাকলেও এখানে মোট ১০টি বিভাগের কার্যক্রম চলছে। সেশনজটের কারণে অধিকাংশ বিভাগে ৮টি ব্যাচ রয়েছে। অথচ প্রতিটি বিভাগের জন্য কক্ষ বরাদ্দ মাত্র ৩টি এবং সেসব ৫০ আসনবিশিষ্ট। কিন্তু প্রতিটি ব্যাচে বিভিন্ন কোটাসহ ৭৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।

কক্ষের অভাবে নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী কখনই ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে একেকটি কোর্স শেষ করতে দ্বিগুণ তিনগুণ সময় লেগে যাচ্ছে। এতে এক বছরের কোর্স শেষ হতে সময় লাগছে প্রায় দুই থেকে আড়াই বছর। সেই সঙ্গে সিনিয়র শিক্ষকদের ক্লাস গ্রহণে গাফিলতিসহ একাডেমিক বহির্ভূত কাজে ব্যস্ত থাকায় সেশনজট ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। ১৯৯৪-৯৫ সেশনে ভর্তি হয়ে দীর্ঘ আট বছরেও চার বছরের শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করতে পারেনি এই ব্যাচের শিক্ষার্থীরা।

একটি অনুষদ ভবনে ১০টি বিভাগের ক্লাস গ্রহণ, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস, বিভাগীয় অফিস, ডিন অফিস, সেমিনার কক্ষ, পরীক্ষা গ্রহণের কক্ষ, নামাজের স্থান, শিক্ষক লাউঞ্জ, বিএনসিসি অফিসসহ বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম থাকায় মূল শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে সুস্থ ও নিরিবিলি পরিবেশে ক্লাস অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ হাজার ছাত্রছাত্রী দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ৬টি বিভাগের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ অপরিহার্য হলেও এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেই। উল্লেখ্য, গত ২০০০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দেশের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ থানা চালু হওয়া সত্ত্বেও অনুষদ ভবনের নিচতলায় স্থায়ীভাবে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে।